বর্তমান
সায়ন্তনী নাগ

আমাকে সাজায় অনেক যত্নে দুই হাতে,
আমাকে ভাসায় অনেক আদরে রাত্তির,
ফুলছাপ আর জলছাপ জুড়ে সংঘাত
পাথরে পাথরে মাথা কুটে মরে অস্থির.

আমাকে বাঁচায় বিপন্ন সব জলযান,
আমাকে ডোবায় অতল চোখের উল্লাস,
দুই পার ভাঙে জীবন গড়ার আহ্বান
দুই পা জড়ায় জন্মলালিত অভ্যাস।

আমাকে ডাকছে বসতিচিহ্ন সুখচর,
আমাকে টানছে ঘূর্ণিজলের সংক্ষোভ
পেরোচ্ছে নদী দীর্ঘ উষর প্রান্তর
ধারাস্নান শেষে ক্লান্ত অক্ষিপল্লব.

আমাকে মারবে তীক্ষ্ণ তীব্র হাতিয়ার,
আমাকে রাখবে মেঘমল্লার আশ্রয়,
যে আকাশ চেনে নক্ষত্রের সংসার
আঁচলে সে মোছে স্বেদবিন্দুর সংশয়।
আমাকে ফেরাও নোঙর বিদ্ধ শৈশব,
আমাকে থামাও আঙ্গিনা ছাপানো রোদ্দুর
মুঠোয় বাঁচুক পথের ধুলোর বৈভব
মুঠোয় বাঁচুক পুর্নজন্ম অঙ্কুর।

কথামৃত
বিভাস দাস

ফুলকে ছুঁলেই তোমার কথা মনে পড়ে
তোমাকে ছুঁলেই মনে পড়ে সমুদ্রের কথা,
আর সমুদ্র ছুঁলেই যাই চলে যাই স্মৃতির গহনে।
.....

ফিরিয়ে দাও আমার ঢেউ, ফিরিয়ে দাও আগুন
যার তাপে বহুদিন তুমি নিজেকে উষ্ণ রেখেছিলে।

.....

বৃথাই তোমাকে দিলাম সিংহাসন আর তরোয়াল
ভালো মানাত তুমি যদি হতে নিধিরাম সর্দার অথবা গোপাল ভাঁড়
তোমার ভাষা বুঝিনা, সংকেত বুঝিনা, বুঝিনা তোমার স্বরলিপি,
তবু তোমার প্রকৃত স্বভাব আমাকে উষ্ণ করে রাখে।